ভাষা ও সংস্কৃতির অসীম অহংকার
একুশ
পশ্চিম উপকূলের বাংলা পত্রিকা
Bangla Newspaper from West Coast

প্রকাশক ও
প্রধান সম্পাদক
জাহান হাসান

সহযোগী ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
শিরীন আক্তার

কন্ট্রিবিউটিং সম্পাদক
মামুন রিয়াজী
কাজী রহমান
অধ্যাপিকা হামিদা আখতার
এস, এম হোসেন বাবু

নিয়মিত অংশদাতা
আরা আহমেদ
মমতাজ শহীদ
রেহানা সুলতানা
তপন দেবনাথ
মিজানুর রহমান

কার্টুনিষ্ট
মামুন রিয়াজী (মারি)

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ড. কাজী নাসির উদ্দীন

Ekush
(2wenty One)
Bengali Community
Newspaper

Editorial

Editor-In-Chief
Jahan Hassan
Jahan@Ekush.info

ASSOCIATE EDITOR
Shirin Akhter

CONTRIBUTING
EDITORS
Mamun Reazi (MARI)
Kazi Rahman
Hamida Akhter (Prof.)
S.M. Hossain Babu

Editorial Advisor
Dr. Qazi Nasir Uddin

CONTRIBUTING
WRITERS
Ara Ahmed
Mamtaz Shahid
Rehana Sultana
Tapon Debnath
Mizanur Rahman

CARTOONIST
Mamun Reazi (MARI)

BUSINESS

Publisher
Jahan Hassan
(818) 941 3876
Publisher@Ekush.info

Advertising
(818) 941 3876

OFFICE :
একুশ Ekush
6362 Hollywood Blvd.
Suite 302
Hollywood, CA 90028,
USA

Phone: (818) 941 3876
Phone: (323) 462 9300
Fax: (877) 226 4524
Fax: (877) BANGLA INFO

www.Ekush.info

একুশ মানে একবিংশ শতাব্দীর আলোকবর্তিকা
একুশ মানে মাথা নত না করা।
একুশ মানে স্বাধীনতা,
একুশ মানে সচেতনতা।
একুশ মানে অধিকার আদায়ের তারুণ্যতা।

ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের প্রতি মেয়র:

একুশ ডেস্কঃ এপ্রিল ১০, ২০০৮

লস এঞ্জেলেসের মেয়র আইসিই-এর বর্তমান কার্যক্রমে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারী মাইকেল চার্টঅফকে এক চিঠিতে বলেছেন, ফেডারেল কর্মকর্তাদের তাদের কার্যক্রমের অগ্রাধিকার ও প্রায়োরিটি ঠিক করা উচিত। কর্মক্ষেত্রে আটক অনেক শিল্পকে রুগ্ন করে তুলবে এবং পরবর্তীতে অর্থনীতিতে এর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। ২০০৭ কর্মক্ষেত্র থেকে প্রায় ৪৯০০ জন লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি ক্রাইম দমনে অপরাধী অবৈধ অভিবাসীদের ডিপোর্টেশনে তার সম্মতির কথা ব্যক্ত করেন। প্রায় ৩০৪,০০০ জন ইমিগ্র্যান্ট অপরাধী এখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের অপেক্ষায় জেলে দিন গুনছেন। ইমিগ্র্যান্ট অপরাধীদের সাজা শেষ হবার সাথে সাথেই তাদের ডিপোর্টেশনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থারা। এই প্রক্রিয়া যাতে আরো তাড়াতাড়ি করা যায় তার জন্য কাউন্টি জেল, স্টেট প্রিজন, এফবিআই, ডিএমভি, ইমিগ্রেশন ও এন্টি টেরোরিজম রেকর্ডের সংযোগ ঘটানো হয়েছে।

লস এঞ্জেলেসে অবৈধ ইমিগ্র্যান্টদের এলএ পিডির অফিসাররা হয়রানি করবে না

একুশ রিপোর্ট, এপ্রিল ১৭, ২০০৮

স্পেশাল অর্ডার ৪০ নামে ১৯৭৯ সনে পুলিশ চীফ ড্যারল গেটস লস এঞ্জেলেস পিডিকে এক এক্সিকিউটিভ অর্ডার দেন। এই আদেশে বলা হয়েছে যে, ``Officers shall not initiate police action with the objective of discovering the alien status of a person''. যা এখন এলএ পিডির ম্যানুয়ালে অন্তর্ভূক্ত। পুলিশ চীফ ব্রাটন বলেন, যদি অবৈধ অভিবাসী কোন আইন ভঙ্গ বা ভঙ্গের জন্য সহায়তা না করে তবে শুধুমাত্র তার স্ট্যাটাস জানার জন্য এলএ পিডি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। অনেক অফিসার এখনো পরিষ্কার ভাবে জানেন না যে তারা স্ট্যাটাস জিজ্ঞাসা করবে কিনা। গত মাসে ১৭ বছর বয়সী উদীয়মান ফুটবল তারকা জামিয়েল শ জুনিয়র এল এর কুখ্যাত গ্যাং অবৈধ অভিবাসীর বুলেটে নিহত হওয়ার পর স্থানীয় এলাকার কাউন্সিলম্যান এলএপিডির ব্যর্থতা নিয়ে কথা তোলেন। উল্লেখ্য যে, জামিয়েল শ জুনিয়রের মা ইরাকে কর্মরত। ছোটখাট যে কোন অপরাধের সাথে যুক্ত থাকলে এলএ পিডি যদি প্রয়োজনবোধ করে তবে তারা ফেডারেল এজেন্সীর সহযোগিতা কামনা করতে পারে তার স্ট্যাটাস জানবার জন্য। সৎ ও সুন্দর পথে নির্ভয়ে থাকুন।

এখন থেকে ডিএনএ সংগ্রহ হচ্ছে নারী নির্যাতন ও ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হতে সাবধান।

একুশ রিপোর্ট, এপ্রিল ১৭, ২০০৮

এখন থেকে যে কোন ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে গ্রেফতার হলে ছবি, ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাথে সাথে ডিএনএ সংগ্রহ করা হবে। বিশেষ করে স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও এই ডিএনএ স্যাম্পলিং আইন প্রয়োগ করতে পারবে। গত ২০০৬ সনের জানুয়ারী মাসে ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন অ্যাক্টে এই সংশোধনী আনা হয়েছে যা আবার এই বছর নবায়ন হয়েছে। বিদেশী নাগরিকরা এদেশে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আসলে কোন অবৈধ কার্যকলাপে গ্রেফতার হলে দোষী বা নির্দোষ যাই হোক না কেন তাদের কাছ থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করা হবে। গালের ভেতরের স্যালাইভা নিয়ে ডিএনএ স্যাম্পলিং করা হয়।

যারা অবৈধ এবং ইমিগ্রেশন আইনে অন্তরীণ আছেন তাদের ডিএনএ সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং অন্যান্য না জানা অপরাধের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা খোঁজা হচ্ছে।

সাবধান!! ইদানীং ইমিগ্রেশন ধরকাপড় বেড়েছে

প্রথম পাতার পর:

এই কারণেই ভদ্রলোক যখন ডিএমভি (DMV) তে তার ড্রাইভিং লাইসেন্স রিনিউ করতে যায় তখন তিনি কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হননি এবং যথারীতি রিনিউ হয়ে যায়। কিন্তু এর সপ্তাহ দুয়েক পরে ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের এজেন্ট আচমকা তার বাড়ির দোরগোড়ায় হাজির হয়ে অন্য কাউকে খোঁজার ভান করে এবং গৃহকর্ত্রীকে সাধারণ জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে জেনে নেয় তার স্বামীর সেই মুহূর্তের অবস্থানের কথা। আইসিই-এর এজেন্ট চলে যাবার পর পর স্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি স্বামীকে অবহিত করলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিজেকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় নি। এই ব্যাপারে শুভাকাংখীদের সাথে পরামর্শ করার সময়কালেই আইসিই-এর অফিসাররা উপস্থিত হয় এবং তাকে অন্তরীণ করে।

ইমিগ্রেশনের পুরনো কোন অমীমাংসিত কেসগুলিকে অবজ্ঞা করা বা আদালত এড়ানোর সুযোগ ক্রমশঃই সংকীর্ণ ও অতি বিপদজনক হয়ে আসছে। আপনার অমীমাংসিত কেসের জন্যে এক্ষুণি নির্ভরযোগ্য আইনজীবির সাহায্য নিন।

বাংলাদেশীদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি দেশে পাচার হচ্ছে: প্রবাসীদের পরিবারের সাথে নাটকীয়ভাবে প্রতারণা

কে এই সুন্দরী মহিলা ?

একুশ রিপোর্ট

প্রবাসে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি দেশে পাচার হচ্ছে। এই ব্যাপারে সম্প্রতি আমাদের একুশ অফিসে স্থানীয় এক প্রবাসী অভূতপূর্ব এই প্রতারণার খবর তুলে ধরেন। স্থানীয় লস এঞ্জেলেস প্রবাসীর বাংলাদেশে ঢাকার উত্তরায় ৯ নং সেক্টরে অবস্থিত প্রবাসীর বাড়িতে হঠাৎ করেই একজন দারুন স্মার্ট সুন্দরী তরুণীর আগমন ঘটে। তরুণী মাইক্রোবাস থেকে নেমে বাড়ির সিকিউরিটির কাছে বলেন, আমি এইমাত্র আমেরিকা থেকে দেশে এসেছি এবং এই বিল্ডিং-এ বসবাসরত প্রবাসীর আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে এসেছি। এই কথা শোনার পর সিকিউরিটি গার্ড কোন রকম দ্বিধা ছাড়াই সাথে সাথে তাকে প্রবাসীর আত্মীয়ের বাসা চিনিয়ে দেয়। ...১০..পাতার

একুশ পড়ুন
একুশে বিজ্ঞাপন দিন
একুশ পত্রিকায় লিখুন
Ekush:818-941-3876

সম্পাদকীয়

কালবৈশাখীর ঝড়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা নববর্ষকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে গেয়েছিলেন, ''এসো হে বৈশাখ, এসো এসো ...''। এই গানের একটি কলিতে ঠাকুরের প্রত্যাশা ছিল, ''বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক, যাক, যাক ...''। বৎসরের আবর্জনা মানুষের পায়ে পায়ে জড়িয়ে থেকে চলার পথকে করে তোলে দুর্গম ও দুস্তর। নববর্ষের সূচনায় পুরাতনের এই আবর্জনাকে বিসর্জন দিতে না পারলে নতুনের পথে নব উদ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দূরুহ হয়।

কিন্তু পুরাতনকে দলিয়ে, মাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া খুব সহজ কাজ নয়। একটি বৎসরের দীর্ঘ পরিসরে পুরনো চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস-আচরণ আমাদের হৃদয়ে গভীর শেকড় গেড়ে বসে। সে শেকড় উপড়ে ফেলা কি অতো সহজ ? তাই কবি প্রকৃতির সহায়তা কামনা করেছেন। পুরাতন বৎসরের আবর্জনাকে ধ্বংস করার জন্যে কালবৈশাখীর ঝড়ের রুদ্র তান্ডবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। সে জন্যেই কি প্রতিটি বাংলা নববর্ষের সূচনালগ্নেই কালবৈশাখীর ঝড়েরও সূচনা ?

শুধু কি ঠাকুরই মানুষের জীবনে প্রকৃতির এই অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন ? আমাদের বাংলার আর এক বিখ্যাত কবি কাজী নজরুল ইসলামও কি বৎসরের শুরুতে নতুনের পথে নব উদ্যমে যাত্রা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে গেয়ে ওঠেন নি ? ''ওই নতুনের কেতন ওড়ে কালবৈশাখীর ঝড়। তোরা সব জয়ধ্বনি কর''।

একটি বৎসরের গতানুগতিক জীবনের প্রবাহে স্থবির হয়ে আসে তখনই যেন প্রকৃতি এক ক্রুদ্ধ আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে বৎসরের ক্রান্তিলগ্নে কালবৈশাখীর রূপ ধরে। আমাদেরকে যেন বাধ্য করে পুরাতনের মায়া কাটিয়ে নতুনের পথে যাত্রা শুরু করতে। বৎসরের আবর্জনার স্তুপে আমরা এমনই ডুবে থাকি যে কালবৈশাখীর ঝাপটা গায়ে না লাগা পর্যন্ত যেন আমরা সেই আবর্জনা ঝেড়ে ফেলতে পারি না।

বৎসরের আবর্জনা কিন্তু দু'রকমের। প্রথমতঃ আমাদের ঘরের ও বাইরের আবর্জনা। আমাদের বাংলাদেশের ঘরে ঘরে অপ্রয়োজনীয় ও অব্যবহৃত জিনিসের যে আবর্জনার পাহাড় আমরা গড়ে তুলি তার থেকে মুক্ত হওয়ার সময় মনে হয় এই নববর্ষের সূচনা লগ্ন। বাংলাদেশে বৈশাখ এসে এই মুক্ত হওয়ার জয়ধ্বনি তোলে। দুর্ভাগ্যবশত: প্রবাসী বাংলাদেশীদের জীবনে এই কালবৈশাখীর ঝড় নেই। অথচ রয়ে গেছে সেই পুরোনো অভ্যাস। প্রতিটি প্রবাসী বাংলাদেশীর গ্যারেজে জমা হয়ে থাকে আবর্জনার স্তুপ। ''যদি কখনো কাজে লাগে'' এই দেশীয় ঐতিহ্যের অজুহাতে আমরা অপ্রয়োজনীয়, অব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রী বহু যত্নে রক্ষা করি। হায়, কালবৈশাখী সেই আবর্জনা দূর করতে বিদেশে প্রেরণা যোগায় না। প্রবাসী জীবনটা এমনই নিষ্ঠুর যে এমন কি প্রকৃতিও মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসে না।

আর বাইরের আবর্জনা ? সে তো পৌর কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। আমাদেরতো এ ব্যাপারে কিছুই করণীয় নেই। আমাদের সমাজের এই ধরণের অনীহার মনোভাব থেকে আমরা নির্বিচারে ঘরের আবর্জনা বাইরে নিক্ষেপ করি। আমি বাংলাদেশের কথাই ভাবছি। বাইরে ময়লা ফেলে দিলেইতো সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাবোধ সম্পর্কে আমাদের এই মানসিকতা থেকে আমাদের ঘরে ও বাইরে গড়ে ওঠে আবর্জনার স্তুপ। পানি নিষ্কাষণ বন্ধ হয়ে দুর্গন্ধে ভরপুর হয় আবাসিক এলাকার আকাশ বাতাস। অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই যখন আমরা শুনি আমাদের রাজধানী ঢাকা নগরী পৃথিবীর আবর্জনাময় নগরী হিসেবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। সৌভাগ্যবশতঃ কালবৈশাখীর ঝড় এসে আমাদের দেশকে সেই গ্লানিমুক্ত করে।

বাইরের আবর্জনা দূর করার দায়িত্ব নাহয় কালবৈশাখী গ্রহণ করলো, কিন্তু মনের আবর্জনা ? প্রতিটি বৎসর আমরা আমাদের মনের মধ্যে যে আবর্জনার পাহাড় গড়ে তুলি সে আবর্জনা দূর করার জন্যে নববর্ষের সূচনালগ্ন একটি মোক্ষম সময়। কিন্তু কালবৈশাখীর ঝড় কি মনের আবর্জনা দূর করতে পারে ? আসলে মানুষের মনের আবর্জনা দূর করার ব্যাপারে প্রকৃতিরও রয়েছে অপরিসীম অবদান। এ প্রসঙ্গে বহু যুগ আগের বাল্যশিক্ষার একটি কাব্যাংশ হঠাৎ হৃদয়ে জেগে উঠিলো,''আকাশ আমায় শিক্ষা দিলো উদার হতে ভাইরে। কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাইরে''। প্রকৃতি আমাদের জীবনকে ভারমুক্ত করতে পারে। আমাদের মনকে করতে পারে আবর্জনামুক্ত। আমাদের মনের এই আবর্জনাগুলো কি ? অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, হিংসা, জিঘাংসা, ক্রোধ, লোভ, লালসা ও স্বার্থপরতার বিষবাষ্প যখন আমাদের হৃদয়কে কলুষিত করে তখন ''আত্মগ্লানিতে নরকে অনলে আমাদের পুড়তে হয়। আর প্রীতি প্রেমের পূণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে'' তখন ''স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় মোদের কুঁড়ে ঘরে''।

প্রতিটি নববর্ষ আমাদেরকে আবর্জনা দূর করার জন্য করুক তৎপর। আর এই তৎপরতায় অনুপ্রাণিত করুক কাল বৈশাখীর ঝড়।

রাজনৈতিক দলের প্রধানদের কাছে প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর: প্রধানদের দেশের জ্ঞানী লোকদের সঙ্গে একটি আলোচনায় বসানো। এই সমস্ত আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয় আজকাল টেলিভিশনে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের রাজনৈতিক দলের প্রধানরা নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর কোন জবাব দিতে পারবেন না ঃ

১). আপনার দল ক্ষমতাসীন হলে বাংলাদেশের দারিদ্র্য মোচনের জন্যে আপনারা কি পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন ?

২). বাংলাদেশ দুর্নীতির জন্যে বিশ্বে দুর্নাম অর্জন করেছে। আপনার সরকার কিভাবে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করে দেশের মর্যাদাকে বিশ্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন ?

৩). বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে ব্যবসা বাণিজ্যে দুর্নীতি নিরসনের কি পরিকল্পনা আপনার সরকার গ্রহণ করতে চান ?

৪). বাংলাদেশের শহর, বন্দর ও গ্রামগুলোর পরিবেশ দুষণ থেকে মুক্ত করার জন্যে আপনার সরকারের পরিকল্পনা কি ?

৫). বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ঘূর্ণীঝড় থেকে আত্মরক্ষা, জলাবদ্ধতা ও কৃষি উন্নয়নের জন্যে আপনার সরকারের কর্মপদ্ধতি কি হবে ? ৬). বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার উন্নয়নে আপনার সরকারের পরিকল্পনা কি ?

৭). বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে আপনার সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন ?

৮). বাংলাদেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করে মানুষের জানমালের নিরাপত্তার জন্যে আপনার সরকারের পরিকল্পনা কি ?

৯). বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধের এবং গৃহহীন-ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের কোন মহা পরিকল্পনা আপনার সরকার প্রণয়ন করবেন কি ? ১০). বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশের হস্তক্ষেপ বন্ধ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে জোরদার করার কি প্রচেষ্টা আপনার সরকার গ্রহণ করবেন ?

১১). আপনাদের দল ক্ষমতায় গেলে দেশের বাজেট প্রণয়নে আপনারা কোন কোন খাতে কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের ইচ্ছা পোষণ করেন ?

১২). আমাদের দেশের শিক্ষিতের হার ১৫% শতাংশ। শিক্ষিতের হার বৃদ্ধিকল্পে আপনারা কি পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন ?

১৩). দেশের বেকার সমস্যার সমাধান এবং জনশক্তির যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনার সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন ?

১৪). বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত বলে আপনারা মনে করেন ?

এই সমস্ত প্রশ্নের মোকাবেলা করতে গিয়ে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলের নেতারা চিরকাল বিরোধী অথবা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলকে দোষারোপ করে এসেছেন। ওদের বক্তব্য, ''আমরা ক্ষমতায় গেলে সবকিছু ঠিক করে ফেলবো''। কিন্তু কিভাবে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হবে তার কোন পরিকল্পনা রাজনৈতিক দলের কোন চেলা-চামুন্ডা অথবা নেতা-নেত্রীকে এ পর্যন্ত পেশ করতে দেখা যায় নি। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলের নেতাদের হেঁড়ে গলায় ''জ্বালাও পোড়াও অথবা মার কাট'' চিৎকার করা ছাড়া আর কিছু বলতে কখনো শুনিনি। আর আশু নির্বাচন দাবী করে ক্ষমতায় গিয়ে টাকার পাহাড় বানানো ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য আছে বলেও মনে হয় না।

অথচ বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা সভায় দেশের সার্বিক সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত অনেক মূল্যবান পরিকল্পনার প্রস্তাব করতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ সম্প্রতি কিভাবে দেশকে পরিবেশ দুষণ মুক্ত করে রোগ নিবারণ এবং চাষাবাদের উন্নয়ন সম্ভব তার মহতী পরিকল্পনা বুদ্ধিজীবীরা প্রদান করেছেন। আফসোস এই সমস্ত পরিকল্পনা পরিকল্পনাই থেকে যাবে। কোনদিন বাস্তবায়িত হবে না। কারণ আমাদের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং তাদেরকে কখনোই ক্ষমতাসীন হয়ে দেশের নীতি নির্ধারণ করতে দেখা যায় না। তাদের সমস্ত পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

আমাদের আর একটি সমস্যা হলো এই যে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবিদের রাজনীতির সঙ্গে যেমন কোন সম্পর্ক নেই তেমনি তাদের কোন সম্পর্ক নেই দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা নগরকেন্দ্রিক, তাঁরা নগর সভ্যতার ফসল। ভুলেও কখনো এরা গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপনে এবং সাধারণ মানুষের দুঃখের অংশীদার হতে আগ্রহী হননি। তাঁদের এই উন্নাসিক মনোভাবের জন্যে সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের এড়িয়ে চলেন। অথবা বলা যেতে পারে সাধারণ মানুষ বুদ্ধিজীবীদের সীমানার চৌহদ্দীতে প্রবেশের ব্যাপারে ভীত ও সন্ত্রস্ত।

এই সুযোগে আমাদের রাজনৈতিক দলসমূহ অতি সহজেই গ্রাম্য সর্দার ও মোড়লদের সহায়তায় গ্রামের সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের আশ্বাস প্রদান করে জনসমর্থন অর্জন করেন। আর অন্যদিকে বুদ্ধিজীবীরা গ্রামের মানুষের আস্থাভাজনে ব্যর্থ হন।

এ ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ডঃ মুহম্মদ ইউনূস। ডঃ ইউনূস বুদ্ধিজীবীদের একজন প্রতিভূ হয়েও গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে নেমে এলেন তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্যে। আর এরই ফলশ্রুতিতে আজ বিশ্বের সেরা পুরস্কারটি করায়ত্ত করে নিলেন তিনি। ডঃ ইউনূসের আদর্শ অনুসরণ করে এই মুহূর্তে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের রাজনীতিতে এবং সাধারণ মানুষের জীবনে অনুপ্রবেশ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। রাজনীতির অঙ্গনে বুদ্ধিজীবীদের এই দুর্ভাগ্যজনক অনুপস্থিতিতে দেশ আজ এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সুতরাং এই মুহূর্তে দেশকে উদ্ধার করার একমাত্র পন্থা হলো বুদ্ধিজীবীদের সংঘবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক দল সংগঠন করা। বুদ্ধিজীবীরা যতদিন পর্যন্ত দেশের শাসনভার গ্রহণ না করবেন ততদিন পর্যন্ত দেশের কোন পরিবর্তনের আশা করা বাতুলতা মাত্র।

আরকার কলাম

কাজী রহমান

ইমিগ্রেশন ধরপাকড় ; কি করা যায়

ক'দিন পর পর ইমিগ্রেশন ধরপাকড়ের সরকারী অভিযান আজকাল পুরানো অমিমাংসিত কেসগুলির সূত্র ধরেই বেশী হচ্ছে বলে অনেকে মনে করছেন। এই বিষয়টির গুরুত্ব এবং অসহায়ত্ব বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন সূত্রে কিছু সহজ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। রেডিও, টেলিভিশন, ইমিগ্রেশন এটর্নি ও ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে পাওয়া এবং সাধারণ জ্ঞান নির্ভর এসব তথ্য নীচে দেওয়া হলো যা গভীর মনোযোগের দাবী রাখে।

অমিমাংসিত পুরানো বা ডিপোর্টেশন প্রাপ্ত পুরানো কেস যাদের রয়েছে তারা সময় অনুকূলে থাকতে থাকতেই নিজ নিজ পছন্দের উকিল ঠিক করে রাখুন। অন্ততপক্ষে উকিলের সাথে কেসটির ভালো মন্দ নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা সেরে রাখুন। নিকটজন বা বিশ্বস্ত বন্ধুস্থানীয় কারো কাছে এ বিষয়ে কাগজপত্র, ফাইল ইত্যাদি যত্ন সহকারে গচ্ছিত ও প্রস্তুত রাখুন যাতে জরুরী প্রয়োজনে তা উকিলের হাতে তুলে দিতে পারেন।

যাদের কাগজপত্র নেই, আশ্রয় আবেদন প্রত্যাখ্যাত কিংবা ইতিমধ্যে যারা ডিপোর্টেশন এর চিঠি পেয়ে নিরুপায় ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত জীবনযাপন করছেন; গভীর রাতে বা যেকোনো সময়ে যদি তারা ICE বা ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের সম্মুখীন হন তাহলে কি করণীয়? আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ভুলগুলো হয়ে যায় তা থেকে সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন এটর্নিগণ। আর বলেছেন, কিভাবে মুক্ত থাকা যায় সেই পদ্ধতিগুলোর কয়েকটি কিভাবে আপনার অধিকার সংরক্ষণ করবেন এবং তা প্রয়োগ করবেন তার একটা সারমর্ম নিচে দেওয়া হলো।

১. সহজেই দরজা খুলবেন না। অফিসারদের ওয়ারেন্ট দেখাতে বলুন। দরজার নিচ দিয়ে তা ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে বলুন। অথবা যেকোনো একজন বেরিয়ে গিয়ে ওদেরকে ওয়ারেন্টের কথা বলুন। বলুন যে, আপনি আপনার এটর্নির সাথে কথা বলতে চান। ওদেরকে বলুন এটর্নি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। এটর্নি এলে; হোক বা পরদিন সকালে, ওয়ারেন্ট পরীক্ষা শেষে এটর্নিই আপনাকে গাইড করবে।

২. অফিসারগণ যদি অপেক্ষা করতে না পারে এবং যদি জোরপূর্বক ঘরে ঢুকে পড়ে; বাধা দেবেন না। শান্তিপূর্ণভাবে ধরা দিন।

৩. সম্ভব হলে দরজা ভাঙা বা বলপূর্বক ঘটানো যেকোনো ঘটনা ডিজিটাল রেকর্ডারে অথবা ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করুন। পারিবারিক কোনো বন্ধুকে ফোন করুন এবং তাকে ঘটনাসমূহ ফোনের মাধ্যমে রেকর্ড করতে সাহায্য করুন। বন্ধুকে আগে থেকেই বলে রাখুন এবং ফোন রেকর্ডার কিনে দিন।

৪. কোনো কথা বলবেন না। শুধু বলবেন, আপনি আপনার এটর্নির সাথে কথা বলতে চান। I want to talk to my attorney এই কথাই হবে যেকোনো প্রশ্নের উত্তর। অফিসারদের যেকোনো কথার উত্তর হবে I want to talk to my attorney। আপনার নাম কি? এর উত্তরও হওয়া উচিত I want to talk to my attorney।

৫. কোনো কাগজে সই করবেন না। আটকের পর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ICE আপনাকে একজন ইমিগ্রেশন জাজের সামনে হাজির করতে বাধ্য। আপনি ডিটেনশন সেন্টার থেকে কালেক্ট কল করার সুযোগ পাবেন। এটর্নির মাধ্যমে ইমিগ্রেশন জাজের সামনে আপনার উপায়হীন কষ্টের কথা ব্যাখ্যা করুন। চলে গেলে দেশে প্রাণনাশী কোনো আশঙ্কা থাকলে তা বলুন। মনে রাখবেন কোনো কাগজ সই করে নিজে নিজেই এদেশ ছেড়ে চলে যাবার চুক্তিপত্র; এটর্নির পরামর্শ ছাড়া, কোনো অবস্থাতেই সই করবেন না। সই করে ফেললে ভবিষ্যত অন্ধকার। কেস জটিল ও এটর্নিও প্রায় উপায়হীন। সুতরাং অবশ্যই অপেক্ষা করুন এটর্নির পরামর্শের জন্য।

৬. আপনি কোনো উকিল যোগাড় করতে না পারলে জাজকে বলুন আপনাকে উকিল জোগাড় করে দিতে। ফ্রি উকিল পাওয়া যাবে যিনি আপনার জন্য লড়বেন বা জামিনের ব্যবস্থা করবেন।

৭. আপনার পাসপোর্ট বিশ্বস্ত কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ের কাছে রাখুন। নিজে নিজে চলে যাবো, এই নিন পাসপোর্ট; এই জাতীয় মনোভাব আপনার ডিপোর্টেশন ত্বরান্বীত করবে।

৮. আপনার প্রচেষ্টা ইমিগ্রেশন জাজের মুখোমুখি হওয়া, এটর্নি চাওয়া এবং জামিনে মুক্ত হওয়া। কিন্তু আপনি যদি অতি উৎসাহী হয়ে সব কাগজপত্র অতি দ্রুত রেডি করে দেন তাহলে অতি দ্রুতই দেশে চলে যাবেন। আর যদি ভলান্টারি ডিপোর্টেশনের কাগজে ফটাফট সই করে দেন তাহলে তো কথাই নেই; আপনার স্বদেশ যাত্রা ঠেকায় কে। সময় কিনুন।

৯. দুর্ভাগ্যক্রমে যদি সময়কে পরাস্ত করতে না পারেন এবং ডিপোর্টেশন পাসপোর্ট ছাড়া প্রায় চূড়ান্ত হয়ে যায়, তাহলে দোয়া করুন যাদে বাংলাদেশ কনস্যুলেট এর পাসপোর্ট সাইনিং অথরিটির লাঞ্চ ব্রেক সূদীর্ঘ হয়। দোয়া করুন যাতে ICE এর বা এদেশের অফিসাররা নতুন পাসপোর্টের দীর্ঘ অপেক্ষায় বিরক্ত হয়ে পরদিন বা উইকএন্ড পার করে তারপরে আসে। প্রার্থনা করুন ততোক্ষণে যেন আপনার এটর্নি ও আপনি সময়কে আবার আপনাদের পক্ষে নিয়ে চলে আসতে পারেন। এবং আশা করুন এ লেখাটি যেন বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এফবিআই'র ছাড়পত্র জটিলতা: সিটিজেনশীপ পরীক্ষা পাশ করেও অনেকে পাসপোর্ট পাচ্ছেন না

ঠিকানা রিপোর্ট:

এফবিআই-এর ছাড়পত্র না পাওয়ার কারণে সিটিজেনশীপ পরীক্ষায় পাশ করার পরও সাউথজার্সীতে বসবাসরত অনেক বাংলাদেশী দীর্ঘদিন যাবত পাসপোর্ট না পাওয়ায় তাদের হতাশা ক্রমশ বাড়ছে।

জানা যায়, ২০০২ সাল থেকে ইউএস পাসপোর্ট প্রদানের পূর্বে এফবিআই দ্বারা আবেদনকারীর ব্যাকগ্রাউন্ড নিবিড়ভাবে চেক করা বাধ্যতামূলক করা হয়। এরপরই শুরু হয় বাংলাদেশীদের পাসপোর্ট পাওয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা। যথারীতিই ফিংগার প্রিন্ট দেয়ার পর সিটিজেনশীপ পরীক্ষায় পাস করলেও ৪/ ৫ বছর যাবত তাদেরকে শপথ গ্রহণের জন্য ডাকা হচ্ছে না। কারণ হিসাবে বলা হয় এফবিআই-এর ক্লিয়ারেন্স বা ছাড়পত্র না পাওয়ার কথা।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বহুল আলোচিত টেরর ওয়াচ লিস্টের সাথে অনেকের নামের মিল পাওয়ায় এফবিআই থেকে ছাড়পত্র প্রদান করা হয় না বা ক্লিয়ারেন্সও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। অনেকে এ বিষয়ে মামলা করে সুফল পেলেও অনেক ইমিগ্রেশন এটর্নী এ স্পর্শকাতর বিষয়ে মামলা করার পরামর্শ দিচ্ছেন না। তাদের মতে কোন কারণে পাসপোর্টের আবেদন নাকচ হলে গ্রীনকার্ডও বাতিল হবে এবং সেক্ষেত্রে ডিপোর্টেশনের বিকল্প থাকবে না।

সাউথজার্সীর আটলান্টিক সিটিসহ পার্শ্ববর্তী সিটিতে অনেক বাংলাদেশী এ সমস্যার সম্মুখীন। প্রায় সবাই বিষয়টি গোপন রাখতে চাইলেও দীর্ঘদিন যাবত তাদের স্ত্রী বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আমেরিকায় আনতে না পারায় তাদের হতাশা বাড়ছে এবং শেষ পর্যন্ত আইনী লড়াইয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভিভিতে আসা এক বাংলাদেশী জানিয়েছেন, তিনি ৫ বছর পূর্বে যথারীতি সিটিজেনশীপ পরীক্ষায় পাশ করে দেশে গিয়ে বিয়ে করেছেন। কিন্তু অদ্যাবধি তাকে শপথ গ্রহণের জন্য ডাকা হয়নি। তিনি পাসপোর্ট না পাওয়ায় তার স্ত্রীকে আনতে পাচ্ছেন না। এ বিষয়টি নিয়ে পারিবাকিভাবে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে বলেও তিনি জানান। সর্বশেষ তিনি নিউইয়র্কে একজন ইমিগ্রেশন আইনজীবির পরামর্শ নিয়েছেন এবং মামলা করতে ইচ্ছুক।

এদিকে নিউজার্সী এটর্নী জেনারেলের এক আদেশে নিউজার্সীতে বসবাসরত অবৈধ ইমিগ্র্যান্টদের গ্রেফতারে স্টেট পুলিশকে ক্ষমতা প্রদান করায় ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটিকে অবৈধদের অবস্থান সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ দেয়ায় গাড়ি চলাচলের উপর পুলিশের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবে ট্রাফিক আইন অমান্যকারীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হলেও বর্তমানে পুলিশ সন্দেহজনক গাড়ির নম্বর প্লেট পরীক্ষা করে চালকদের লিগ্যাল স্ট্যাটাস যাচাই করছে।

প্যারলে স্বদেশ ভ্রমণের পর অনেকেই ফিরতে পারছেন না

ঠিকানা রিপোর্ট:

এডভান্স প্যারলে দেশে যাবার পর পুনরায় ফিরে আসার কোন গ্যারান্টি নেই। দেশে তাকা অবস্থায় যদি কেউ অভিযোগ করে তাহলে সে তদন্তের তথ্য কম্পিউটার সিস্টেমে অন্তর্ভূক্ত হলে ফেরার সময় এয়ারপোর্টে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সে সময় ঠিকমত প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় অনেকের প্যারল বাতিল হচ্ছে এবং গ্রেফতার করে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। এছাড়া সিএসএস/ লুলাক শ্রেণীতে ঝুলে থাকা অবস্থায় প্যারলে দেশ ভ্রমণের সময় যদি সে আবেদন নাকচ হয়ে যায় তাহলেও ফেরার সময় এয়ারপোর্টে গ্রেফতার করা হচ্ছে। এ ধরণের পরিস্থিতির শিকার হয়ে গত ২/ ৩ বছরে বেশ কয়েক ডজন বাংলাদেশীকেও ডিপোর্ট হতে হয়েছে। প্যারলে স্বদেশ ভ্রমণের পর যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার সময় গত ৫ বছরে ২০ হাজার ইমিগ্র্যান্টকে এয়ারপোর্ট থেকে ফেরত কিংবা ডিটেনশন সেন্টারে নেওয়া হয় বলে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

১১ এপ্রিল, ২০০৮ দুপুরে নিউইয়র্কে ২৬ ফেডারেল প্লাজায় অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে নিউইয়র্ক অঞ্চলের ডিস্ট্রিক্ট ডিরেক্টর আন্দ্রিয়া জে কুয়ার‍্যান্টিলো বলেছেন, এডভান্স প্যারলে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যাবার পর ফেরত আসার কোনই গ্যারান্টি নেই। তাই যারা এডভান্স প্যারলে যেতে চান তাদেরকে সে ঝুঁকি নিতেই হবে। তবে ৯০% ইমিগ্র্যান্টই সুযোগ পাচ্ছেন ফিরে আসার। অবশিষ্ট ১০% এর আমেরিকান স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। মিস আন্দ্রিয়া বলেন, প্যারলে কেউ স্বদেশে গেলেন। এরপর যদি তার বিরুদ্ধে গুরুতর কোন অপকর্মের অভিযোগ উঠে তাহলে ফেরার সময় এয়ারপোর্টে অবশ্যই তার গতিরোধ করা হবে। নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। প্রশ্নের জবাব সন্তোষজনক হওয়া সত্বেও সংশ্লিষ্ট অফিসার তাকে পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি নাও দিতে পারে। মিস আন্দ্রিয়া বলেন, মুসলমান হিসেবে কাউকে টার্গেট করার যে অভিযোগ উঠে তা আদৌ সত্য নয়। ন্যায়ের কারণে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির একজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তাকেও বার বার ডাবল চেকিংয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সন্ত্রাসী হিসেবে কিংবা গুরুতর অপরাধীদের তালিকার সাথে যার নাম মিলে যাচ্ছে তাকেও ভালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয় সামগ্রিক নিরাপত্তার স্বার্থে।

বিশ্লেষন - অভিমত

ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার ও সুস্পষ্ট নির্দেশ

হাসান মাহমুদ

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮-এর অধীনে সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের প্রস্তাবটি বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনুমোদন করেছেন ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৮। এই সমান অধিকার সমান উত্তরাধিকারের আইনে রূপ নেয় কিনা তা ভেবে রক্ষণশীল মুসলিম দলগুলো প্রবল প্রতিবাদ করছেন, কোন কোন নেতা এমন ইসলাম বিরোধী কথাও বলেছেন, সরকার নাকি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে। আমরা জানি, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কোরআনে স্পষ্টই বলা আছে, ''একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর সমান'' - নিসা - ১১ ও ১৭৬। তাহলে কোরআনকে সরকার কি লংঘন করলেন ? অতীত, বর্তমানে কোন মুসলিম শাসক বা বিশেষজ্ঞ এমন করেছেন কি ? এর অনুমতি কি কোরআনে আছে ? এ বিষয়ে ইসলামি বিশেষজ্ঞদের দলিল আছে অজস্র, আমি প্রধানত: তুলে ধরবো বর্তমান দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ, অনেকের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ শারিয়াবিদ ডঃ হাশিম কামালির ''প্রিন্সিপলস অব ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স'' থেকে।

কোরআনে নির্দেশ আছে অমুসলিমদের কাছ থেকে জিজিয়া কর নেবার, চোরের হাত কেটে দেবার, আর আছে ইহুদী-খৃস্টান নারীকে বিয়ে করার অনুমতি। আর নবীজি (সাঃ) বলেছেন, আমার পরে যদি কেউ নবী হতো তবে সে হতো ওমর''। এত বড়ো মর্তবার হযরত ওমর (রাঃ) বিভিন্ন কারণে কিছু বিশেষ ব্যক্তি, আল্ জুরাজিমাহ গোত্র ও ইরানের এক গোত্রের কাছ থেকে জিজিয়া নেন নি। নবীজি (সাঃ) এর সময় থেকে সুরা তওবা আয়াত ৬০ এর ভিত্তিতে মুয়াল্লাফা গোত্র যে জাকাত পেতো সেটা দুর্ভিক্ষের সময়ে চোরের হাত কাটা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ইহুদী-খৃস্টান নারীকে বিয়ে করা বন্ধ করেছেন। শুধু কোরআনই নয়, উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ ''হযরত ওমর (রাঃ) বাকি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে হাদিস ২০৩ বলবৎ করেন ও হাদিস ২০৪, ২০৫ ও ২০৬-কে রহিত করেন''- আজিজুল হক সাহেবের অনুদিত সহি বুখারীতে থাকার কথা - ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৭। নবীজির সময়ের তামাত্তু হজ্বের পদ্ধতিও তিনি বদল করেছেন (মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মুহসিন খান অনুদিত বুখারী ২য় খন্ড হাদিস ৬৩৪ ও ৬৪২)। অন্যান্য সূত্রে আমরা আরো অনেক উদাহরণ পাই যেমন, এক মুসলিম গোত্রের কাছে থেকে তিনি জিজিয়া কর নিয়েছেন।

হযরত ওমর (রাঃ) কোরআন লংঘন করেছেন, এ কথা ইসলামের সমালোচকেরাও বলবে না। বরং তিনি অনুসরণ করেছেন কোরঅনের পদ্ধতি ও নবীজি (দঃ)-এর সুন্নত যা মেনে খলীফা মামুনও এক গীর্জা থেকে জিজিয়া কর নেন নি। কি সেই সুন্নত, কি সেই পদ্ধতি যা সর্বকালের মওলানাদের জন্যও অবশ্য পালনীয়।

প্রথমে বহু বছর চালু রেখে পরে নবীজি (দঃ) ১). মু'তা বিবাহ (সাময়িক অস্থায়ী বিয়ে) নিষিদ্ধ করেছেন, ২). প্রথম দিকের দু'ওয়াক্ত নামাজ মেরাজের পর পাঁচ ওয়াক্ত করেছেন, ৩). সিদ্ধান্ত বদলেছেন কবর-জিয়ারত বা কোরবাণীর মাংস সংরক্ষণ, এবং ৪). অন্যান্য বহু বিষয়ে।

উদ্ধৃতি ঃ ''নবী (দঃ)-এর সময়েই কোরআন ..পৃ ১১..

কনসুলেট জেনারেল অব
দি পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ
লস এঞ্জেলেস. ইউনাইটেড স্টেটস অব
আমেরিকা

''ধন্যবাদ জ্ঞাপন''

বিগত ২৬ মার্চ মাননীয় কনসাল জেনারেলের সরকারী বাসভবনে বাংলাদেশের ৩৭তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আগত অতিথিবৃন্দের জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোনমতেই এ অনুষ্ঠানের সফলতা সম্ভব ছিল না। সর্বোপরি উক্ত অনুষ্ঠানে যে সকল কলাকুশলীবৃন্দ তাদের অক্লান্ত শ্রম ও নিষ্ঠার মাধ্যমে অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দের চিত্ত বিনোদনসহ অনুষ্ঠানটিকে অলংকৃত করেছেন তাদের সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও উষ্ণ অভিবাদন জানাচ্ছি।

অনুষ্ঠানটি আয়োজন করতে কিছু ক্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে যা আমরা আমাদের কাঁধে নিচ্ছি কিন্তু সফলতার সকল দাবিদার আপনারা। আমরা আশা করছি লস এঞ্জেলেসস্থ বাংলাদেশ কনসুলেট ভবিষ্যতে আরও অনুরূপ কর্মসূচী দ্বারা কনসুলেট ও কমিউনিটির মধ্যকার সুসম্পর্ক সমৃদ্ধ করার প্রয়াস চালাবে, সেখানে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভবিষ্যতের কর্মসূচীগুলিতে আপনার সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি। বিগত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য পুনরায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উপরোক্ত বার্তাটি আপনার সম্পাদনায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের আগামী সংখ্যায় ছাপা হলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

মোঃ নুরল ইসলাম
ভাইস কনসাল

একুশ (Ekush) 21 Bangla News-Magaine is published biweekly for the subscription price of $29.00 per six month & $55.00 per year by 21 Newspaper, 13659 Victory Blvd. Suite 376, Van Nuys, CA 91401, USA. Peridicals postage paid at Van Nuys, CA. POSTMASTER: Send address changes to Ekush, P.O.Box 15126, North Hollywood, CA 91615-5126. views and opinions expressed by authors and contributors in articals, letters, oopinion pieces, reports, advertisement, etc. appearing in 21 (Ekush) newsmagazine are their own. The paper neither shares nor endorses them and thus should not be held responsible for the views/opinions of the writers and advertisers. The management has the right to refuse to print any advertisement, news,article, letter or any other material. Incase of any errors in advertisement the management will not be liable for more then the amount paid for the advertisement. Letter to the editor or opinion are welcome to express their opinion in thise columns. Please keep your letter brief and to the point. Letter without full name, compleate address and a daytime phone number will not be published. also copies of letters sent to other newspapers are not encouraged. Letters can be mailed, or email or faxed at: 13659 Victory Blvd, # 376, Van Nuys, CA 91401, USA, Letter@Ekush.Info Fax: (877) 226 4524. OPINIONS EXPRESSED are those of the writer and do not necessarily reflect those of the Ekush staff. Guest editorials from residents are encouraged, as are letters to the editor. Letters will be published on a space-available basis. It is our intention to publish all letters we receive, except those that are libelous or are unsigned. Preference will be given to those that are faxed to (323) 983 9300 or e-mailed to editor@ekush.info. All letters must include the author's name and telephone number for purposes of verification. Letters also may be mailed to our offices located at 13659 Victory Blvd., Suite 376, Van Nuys, CA 90401. Also copies of letters sent to other newspapers are not encouraged.All letters and guest editorials are subject to editing for space and content.